সংবাদ

তারিখ 13 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

ঈশ্বরদী সাঁড়া মাড়োয়ারি উচ্চ বিদ্যালয়

আইয়ুব খানের জনসভা ভণ্ডুলে বিখ্যাত হওয়া শতবর্ষী স্কুল

শহিদুজ্জামান নাসিম, ঈশ্বরদী (পাবনা)

শত বছর ধরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে চলেছে পাবনার ঈশ্বরদীর ঐতিহ্যবাহী সাঁড়া মাড়োয়ারি উচ্চ বিদ্যালয়। ঈশ্বরদী শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই বিদ্যালয়টি সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় অনেক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এই স্কুল মাঠে আয়োজিত ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের জনসভা ভণ্ডুল করেছিল এই বিদ্যাপীঠের শিক্ষার্থীরা। বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে এবং মুক্তিযুদ্ধে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভূমিকা গৌরবগাঁথা। এই বিদ্যাপীঠের খ্যতিমান কৃতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রদূত মরহুম হোসেন আলী ভারতের সাবেক সেনাপ্রধান জেএস চৌধুরী, সাবেক এমপি মনজুর রহমান বিশ্বাস, পুঠিয়ার সাবেক এমপি ফারুক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক হাসিবুর রশীদ, সামরিক বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, কামিনী হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা আমেরিকা প্রবাসি ড. মোশতাক আহমেদ, কানাডা প্রবাসী প্রকৌশলী, এলজিইডি'র পরিচালক মোশতাক আহমেদ সাবু, সাবেক যুগ্ম সচিব কামাল আহমেদ, বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী বিশিষ্ট চিত্র শিল্পী মামুন রিয়াজী, আব্দুল হামিদ চৌধুরী, হাবিবুর রহমান হাবিব, জালাল আহমেদ, মরহুম মজিবর রহমান ভবঘুরে, মরহুম লুৎফর রহমানসহ প্রমুখ। এছাড়া বিপুলসংখ্যক ছাত্র রয়েছেন যারা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারসহ বিভিন্ন পেশায় দেশ ও দশের জন্য অবদান রেখে চলেছেন। ১৯১৭ সালে পদ্মা নদীর তীরে সাঁড়ায় প্রথম এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় সাঁড়া অত্র অঞ্চলের ব্যস্ততম নদী বন্দর ছিল। নদী ভাঙনের বিষয়টি মাথায় রেখে এক বছর পরই ঈশ্বরদী শহরের প্রাণকেন্দ্রে ৮.১৯ একর জমির উপর এই বিদ্যালয় স্থানান্তর করা হয়। হিন্দু মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের হরি প্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালা এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম প্রতিষ্ঠা সাঁড়া এবং প্রতিষ্ঠাতা মাড়োয়ারি হওয়ার কারণে সাঁড়া মাড়োয়ারি উচ্চ বিদ্যালয় নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠাকালীণ সময়ে প্রধান শিক্ষক ছিলেন সেই সময়ের গ্র্যাজুয়েট বিদ্যাধর দাসগুপ্ত। এরপর পর্যায়ক্রমে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং করছেন প্রয়াত সুরেশ চৌধুরী, (চাটমোহর) প্রয়াত মহেন্দ্র বাবু, প্রয়াত মিয়াজান (অবাঙালি) প্রয়াত তৈমুর হোসেন (নবাবগঞ্জ), মো. এমদাদ আলী (পাবনা), মো. আলী (ভেড়ামারা), আনোয়ার হোসেন (বগুড়া), খলিলুর রহমান (সিরাজগঞ্জ), মরহুম লুৎফর রহমান (ঈশ্বরদী), মো. ইছাহক আলী (ঈশ্বরদী)। এবং বর্তমানে মো. আইনুল ইসলাম প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ হিসেবে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতিষ্ঠার পর হতে এই বিদ্যালয় এতদঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। এখানে ১৫০ ফিট-১৮০ ফিটের একটি বিশাল খেলার মাঠ রয়েছে। সুন্দর পরিবেশ এবং প্রশস্ত মাঠ থাকায় এই অঞ্চলের সব খেলাধুলার কেন্দ্রবিন্দু এই বিদ্যালয়কে ঘিরে। এক সময় একটি জিমনেসিয়াম ছিল। এছাড়া সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ও বিজ্ঞানাগার আদিকাল হতেই এখানে রয়েছে। সবুজ প্রকৃতিঘেরা এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বোর্ডের উত্তম ফলাফলের ধারাবাহিকতা আজও বিদ্যমান। ১৯৬৭ সাল হতে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত রাজশাহী বোর্ডের এসএসসির ফলাফলে এই স্কুলের ছাত্ররা প্রায় প্রতি বছরই মেধা তালিকায় স্থান অর্জন করে বিদ্যালয়কে গৌরবান্বিত করেছে। জিপিএ পদ্ধতি চালু হওয়ার পর প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পাওয়ায় সুনাম আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে কারণে এখানে ভর্তির চাপও অনেক বেশি। জেএসসি পরীক্ষা চালু হওয়ার পর হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত শতভাগ পাশের রেকর্ড রয়েছে। ফলাফলে আরও দেখা যায়, এসএসসিতে ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত পাসের হার ৯৫.৮০ হতে ১০০ ভাগের মধ্যে। ২০০০ সালে এখানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণি খোলা হয়। এখানেও গত ৫ বছরে পাসের হার ৭৬.৬০ হতে ৯০.৮৪ ভাগ। ফলাফল বিবেচনায় অতীতের মতো আজো এই বিদ্যালয় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে চলেছে। বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অনবদ্য ভূমিকা উজ্জল নক্ষত্রের মতো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। ১৯৬৪ সালে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান এখানে একটি জনসভার আয়োজন করেন। এজন্য বিশাল মাঠের সেন্টারে একটি পাকা সভামঞ্চ তৈরি করা হয়। এ ব্যাপারে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও মুক্তিযুদ্ধে মুজিব বাহিনীর (বিএলএফ) এই অঞ্চলের প্রধান নুরুজ্জামান বিশ্বাস জানান, 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডা. মাজাহারুল ইসলাম সাহেবর মাধ্যমে খবর পাঠান আইয়ুব খানের জনসভা ভেঙে দিতে হবে। সেই নির্দেশনা মোতাবেক এক ডিভিশন পাকিস্তানি বাহিনীর উপস্থিতির মধ্যে আমি এবং মরহুম আমিনুল হক চুন্নু সরদার যৌথভাবে পরিকল্পনা করে, আজমল হক বিশ্বাস, মাহমুদুর রহমানসহ আরও কয়েকজন রাস্তার পাশে ডোবার মধ্যে থেকে সাপ মার্কিন কাপড়ে ৩০-৪০টা করে ভাগে ভাগে বেঁধে পকেটে করে নিয়ে গিয়ে ভিআইপিদের বসার আসনের চেয়ারে বসে সাপের পোঁটলাগুলো পকেট থেকে বের করে। পোঁটলার মুখের বাঁধন খুলে দেয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে সাপগুলো সবার পায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আর পায়ের সঙ্গে ঠাণ্ডা সুড়সুড়ি লাগায় নিচে তাকাতেই দেখেন সাপ কিলবিল করে ছুটছে আর অমনি একজন সাপ সাপ করে উঠতেই সকলে একযোগে আতঙ্কে সাপ সাপ করে ছোটাছুটি শুরু করে।